আফজল গুরু নিয়ে পাকিস্তান পার্লামেন্টের প্রস্তাবের ওপর নিন্দাপ্রস্তাব নেওয়ার দাবি

বিরোধী দলনেতা(শ্রী অরুন জেটলি): মহোদয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। গতকাল ভারতের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানের পার্লামেন্ট একটি প্রস্তাব পাস করে এমন এক ব্যক্তির ফাঁসির নিন্দা করেছে, যে ভারতীয় সংসদ আক্রমনের দায়ে অভিযুক্ত।ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ছাড়াও এটা পাকিস্তানের সমগ্র শাসনব্যবস্থার তরফ থেকে সরকারি বিবৃতি। এখনও পর্যন্ত আমাদের বিস্ময় ছিল, কে পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেনা, আই এস আই, অসামরিক সরকার না কি রাষ্ট্র বহির্ভূত শক্তি? কিন্তু গতকালের প্রস্তাব এই সংশয় দূর করে দিয়েছে। ভারতে অন্যতম জঘন্য সন্ত্রাসবাদী হানার ওপর পাকিস্তানের সরকারী সিলমোহর পড়ল।

এতদিন পর্যন্ত আমরা অভিযোগ করতাম এবং তথ্য প্রমাণও এটাই বলত যে, ভারতীয় সংসদের ওপর আঘাত হানার পরিকল্পনা সীমান্তপার থেকে করা হয়েছে। গতকালের প্রস্তাব আমাদের সেই ভয়াবহ আশংকাকে সত্য বলে প্রমান করেছে। কারণ সে দেশের শাসন সর্বসম্মতভাবে এমন এক ব্যক্তির ফাঁসির নিন্দা করেছে, যাকে আমাদের বিচার ব্যবস্থা ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে শাস্তি দিয়েছে।মহোদয়, আমাদের সেনার মাথা কেটে দেওয়া, হয্দারাবাদে বিস্ফোরণ, শ্রীনগরে সি আর পি এফ শিবিরে আক্রমনের পরিনতি হল এই প্রস্তাবে। এটা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের আসল উদ্দেশ্যটা কি? সরকারকে এবার গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে, পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁরা কি রকম ব্যবহার করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতীতে উদারচিত্ত হয়ে বলেছিলেন, তিনি অনেকটা দূর পর্যন্ত এগোতে রাজি।

প্রচুর উস্কানিমূলক আচরণের পর, আমরা তাঁর কাছে এই আবেদন করতে চাই, অনেক দূর পর্যন্ত এগোনোর কথা ভুলে যান, এক গজও এগোবেন না। পাকিস্তান এই ব্যবহার পাবার উপযুক্ত নয়। যতদিন পর্যন্ত এই প্রস্তাব বহাল থাকবে, যতদিন ভারতে সন্ত্রাসবাদীদের হামলা নিয়ে পাকিস্তান সমবেদনা জানাবে, ততদিন পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা ভুলে যেতে হবে বলে আমি মনে করি। তাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এগোনোর থেকে পাকিস্তান আলোচনার জন্য দ্বিগুন এগিয়ে আসুক। এই ধরনের প্রস্তাবের পর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা সম্ভব নয়। মহোদয়, এই প্রস্তাব এমন একটা সময়ে এসেছে , যখন দেশ একটা উদ্বেগজনক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তা মালে হোক বা রোম অথবা ইসলামাবাদ।

আমার মনে হয়, আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিদেশনীতি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এই নীতি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যদি আন্তর্জাতিকভাবে ভারতকে সবাই লাথি মারতে থাকে, তা হলে যে ভাবে আমরা বিদেশ নীতির রুপায়ণ করছি, সেখানে কোথাও বড় ধরনের কোনও গড়বড়

হয়েছে। তাই আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, একটা তারিখ নির্দিষ্ট করুন, যাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী এখানে থাকেন ও বিবৃতি দেন এবং সভা এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পায়।